

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

হাফেজ মাওলানা শরাফত করিম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার সীমা

রোলঃ ২১৬০২০০৪২

১৬ মে, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

হাফেজ মাওলানা শরাফত করিম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার সীমা

রোলঃ ২১৬০২০০৪২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মরিয়ম আক্তার সীমা, আইডিঃ ২১৬০২০০৪২ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

এক্সটারনালঃ

হাফেজ মাওলানা শরাফত করিম

নামঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ডিপার্টমেন্টঃ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হাফেজ মাওলানা শরাফত করিম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shima

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৬ মে, ২০২৪ ইং

মরিয়ম আক্তার সীমা

আইডিঃ ২১৬০২০০৪২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ ১: ভূমিকা.....	6
১.১ মক্তবের পরিচিতি ও ইতিহাস	6
১.২ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব	7
১.৩ থিসিসের উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন.....	8
পরিচ্ছেদ ২: মক্তবের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব.....	10
২.১ মক্তব কেন জরুরি: ইসলামিক দৃষ্টিকোণ	10
২.২ মক্তব ও সমাজের সম্পর্ক	18
২.৩ শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন	19
পরিচ্ছেদ ৩: মক্তবের ফজিলত ও প্রভাব.....	21
৩.১ মক্তব শিক্ষার ধার্মিক ও নৈতিক ফজিলত.....	21
৩.২ ব্যক্তি ও সমাজে মক্তবের প্রভাব	23
৩.৩ অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক.....	24
পরিচ্ছেদ ৪: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	26
৪.১ আধুনিক সময়ে মক্তবের চ্যালেঞ্জ	26
৪.২ প্রযুক্তির সাথে সংযোগ.....	27
৪.৩ মক্তবের উন্নয়ন ও প্রসারের কৌশল.....	28
পরিচ্ছেদ ৫: উপসংহার.....	30
৫.১ গবেষণার মূল উপসংহার.....	30
৫.২ মক্তব প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ প্রস্তাবনা	31
৫.৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ.....	32
৫.৪ ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ:	33
রেফারেন্স	34

পরিচ্ছেদ ১: ভূমিকা

১.১ মক্তবের পরিচিতি ও ইতিহাস

মক্তব হলো এক ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে শিশুরা কোরআন মাজিদ পাঠ, ইসলামিক জ্ঞান এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে থাকে। এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাস অত্যন্ত পুরানো এবং এর উৎস খুঁজে পাওয়া যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে, যখন মুসলিম সমাজের প্রথম পাঠশালা হিসাবে মক্তবের প্রচলন শুরু হয়।

মক্তবের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মধ্যে ইসলামিক জ্ঞান এবং নীতিমালা বিস্তারিতভাবে শিক্ষা দেওয়া। প্রাচীন কালে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়শই মসজিদের সাথে যুক্ত থাকত, যেখানে মসজিদের ইমাম বা অন্য কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। মক্তব শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা না শুধু কোরআন মাজিদ পাঠের মাধ্যমে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করত, বরং ইসলামিক আইন, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করত।

ঐতিহাসিকভাবে, মক্তবের বিকাশ ঘটে সমগ্র মুসলিম বিশ্বজুড়ে, বিশেষত মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, এবং দক্ষিণ এশিয়ায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেই নয়, বরং স্থানীয় সমাজের মূলধারার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যম হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমান সময়ে, মক্তবগুলি আধুনিক প্রযুক্তি এবং শিক্ষাগত পদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে, যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান সম্মিলনের মধ্য দিয়ে, মক্তব শিক্ষা এখনও অনেক দেশে শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

১.২ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব

মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলির গবেষণায় আগ্রহ এবং তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ভূমিকা অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা এই গবেষণাপত্রের প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করে। বর্তমান গবেষণা এমন একটি যুগে পরিচালিত হচ্ছে যেখানে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করেছে। এই পরিবর্তনের মাঝে মক্তবের প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ও গুরুত্ব পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়েছে নিম্নলিখিত কারণসমূহ থেকে:

১. সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ঐক্য: মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন প্রজন্মকে ইসলামিক

মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ঐক্য সংরক্ষণে

অবদান রাখে।

২. ধর্মীয় শিক্ষা ও চরিত্র গঠন: মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠনে

অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে, যা ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক বিকাশে সহায়ক।

৩. ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশ: মক্তবের মাধ্যমে ইসলামিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির

সংরক্ষণ এবং প্রচার সাধিত হয়, যা সাংস্কৃতিক বিকাশে অবদান রাখে।

৪. আধুনিকীকরণ ও প্রসার: আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের

মাধ্যমে মক্তবগুলি শিক্ষার প্রসার ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

এই গবেষণা মত্তব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাসঙ্গিকতা, অবদান এবং বিভিন্ন সমাজের উপর তাদের প্রভাব অনুধাবন করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এই প্রসঙ্গে গবেষণাটি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে মত্তব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে একটি গভীর ও সম্যক ধারণা প্রদান করার প্রয়াস নেয়।

১.৩ থিসিসের উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন

এই থিসিসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মত্তব প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব ও ফজিলত বিশ্লেষণ করা, যা শিক্ষা, সামাজিক ঐক্য, এবং ধর্মীয় অনুশাসনে অবদান রাখে। এই গবেষণা মত্তব প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক, ধর্মীয়, এবং ঐতিহাসিক প্রভাব গভীরভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে মত্তবগুলির বিভিন্ন ভূমিকা এবং চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরবে।

গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি:

১. মত্তব প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা: মত্তবগুলি যেভাবে ধর্মীয় শিক্ষা ও

চরিত্র গঠনে অবদান রাখে, তা বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করা।

২. সামাজিক প্রভাব ও ফজিলত মূল্যায়ন করা: মত্তবগুলি কিভাবে সামাজিক ঐক্য

এবং স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে, তার বিশ্লেষণ করা।

৩. আধুনিক চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা: আধুনিক সময়ে মত্তব প্রতিষ্ঠানগুলি

কিভাবে প্রযুক্তি এবং নতুন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে, তা অনুসন্ধান করা।

গবেষণা প্রশ্নগুলি:

১. মত্তব প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে ধর্মীয় শিক্ষা এবং চরিত্র গঠনে অবদান রাখে?

২. সামাজিক প্রভাব এবং স্থিতিশীলতায় মত্তবের ভূমিকা কি কি?

৩. আধুনিক প্রযুক্তি ও শিক্ষাপদ্ধতির সাথে মক্তবের সংযোগ স্থাপনে কি কি

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা রয়েছে?

এই গবেষণা প্রশ্নগুলি এবং উদ্দেশ্যগুলি গবেষণার পথ প্রদর্শন করে এবং গবেষককে একটি নির্দিষ্ট দিশা দেয়, যাতে তিনি মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর ও সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।

পরিচ্ছেদ ২: মক্তবের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব

২.১ মক্তব কেন জরুরি: ইসলামিক দৃষ্টিকোণ

ইসলাম ধর্মে জ্ঞানার্জনকে একটি অপরিহার্য দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে মক্তবের ভূমিকা এবং গুরুত্ব এই কারণে ইসলামিক সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কোরআন ও হাদিসে জ্ঞানার্জনের উপর যে জোর দেওয়া হয়েছে, তা মক্তব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝতে হলে আগে আমাদের ইলম অর্জনের গুরুত্ব বুঝতে হবে।

ইলমের পরিচয় :

‘ইলম’ (علم) কুরআন ও হাদীছে ব্যবহৃত একটি আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ হ’ল জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, **عِلْمٌ ذِي كُلٍّ وَفَوْقَ** জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, **عِلْمٌ ذِي كُلٍّ وَفَوْقَ** ‘বস্তুত প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী থাকেন’ (ইউসুফ ১২/৭৬)। পরিভাষায় বলা হয়, **العقل في الشيء صورة حصول هو** ‘আকলের মধ্যে কোন বস্তুর আকৃতি অর্জিত হওয়া’।

ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত :

ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ’ল।-

(১) মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম : কলম ইল্লের অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَكْتُبَ قَالَ اَكْتُبَ مَا فَفَقَالَ الْقَلَمُ اللَّهُ خَلَقَ مَا اَوَّلَ اِنَّ, বলেন, اَكْتُبَ قَالَ اَكْتُبَ مَا فَفَقَالَ الْقَلَمُ اللَّهُ خَلَقَ مَا اَوَّلَ اِنَّ, 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, 'লিখ'। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই'। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ'ল 'সূরা কলম'। ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, بالكتابة العلم قَيِّدُوا, 'তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল'।

লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।

(২) ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয় : আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ

করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ইল্ম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন, بِأَسْمَاءِ أَنْبِئُونِي فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ عَرَضِهِمْ ۖ ثُمَّ كُلُّهَا ۖ الْأَسْمَاءَ ۖ آدَمَ ۖ وَعَلَّمَ، وَأَنْتَ ۖ إِنَّكَ عَلَّمْتَنَا مَا إِلَّا لَنَا ۖ عَلَّمَ لَا سُبْحَانَكَ قَالُوا، صَادِقِينَ ۖ كُنْتُمْ ۖ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْخَكِيمُ ۖ ‘অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ (বাক্বারাহ ২/৩১-৩২)। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, ‘হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?’ (বাক্বারাহ ২/৩৩)। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন’ (বাক্বারাহ ২/৩৩-৩৪)।

(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে : পৃথিবীতে যাকেই

আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে।

কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন-

১. খিযির (কাহাফ ১৮/৬৫), ২. লোকমান (লোকমান ৩১/১২), ৩. ত্বালুত (বাক্বারাহ ২/২৪৭)।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে অবতীর্ণ প্রথম বাণী ‘পড়’ : লিখার মত পড়াও ইলমের

অন্যতম মাধ্যম। জাহেলী সমাজে ইসলামের আলো জ্বালানোর জন্য ‘উম্মী’ তথা

‘নিরক্ষর’ নবীকে (জুমআ ৬২/২) প্রথমে পড়া তথা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ، عَلَّمَ مَنِ الْإِنْسَانَ خَلَقَ، الَّذِي رَبَّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ،

‘পড়! তোমার প্রভুর

নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ’তে। পড়, আর

তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা

দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না’ (আলাক ৯৬/১-৫)।

(৫) ইলম অন্বেষণ করা ফরয : ইলম অর্জনের হুকুম হ’ল ফরয। মহান আল্লাহ

বলেন, لَذُنْبِكَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ فَاعْلَمْ،

ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ক্রটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ক্রটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর’ (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। এখানে মহান আল্লাহ ‘ঈমান’ ও ‘আমলের’ পূর্বে ইল্ম অর্জনকে আবশ্যিক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **مُسْلِمٌ عَلَىٰ فَرِيضَةِ الْعِلْمِ طَلَبٌ**, ‘জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয’। ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, **والعمل القول قبل العلم باب** ‘কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন অনুচ্ছেদ’। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত পেশ করে বলেন, ‘আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘ইলম ছাড়া ঈমান হয় না’। উল্লেখ্য যে, ফরয ইলম দুই প্রকার। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া।

ফরযে আইন : শরী‘আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাছিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হ’ল- ১. ঈমানের উছল তথা খুঁটিগুলো জানা, ২. ইসলামী শরী‘আতের ইলম। যেমন- ওযু, ছালাত, হিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি, ৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান, ৪. মু‘আমালাত ও মু‘আশারাতের ইলম।

ফরযে কিফায়া : কোন বিয়য়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা তথা বিশেষজ্ঞ হওয়া, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন ইসলামী শরী‘আতের জ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَافَّةٌ لِّیُنْفِرُوا َ الْمُؤْمِنُونَ َكَانَ وَمَا رَجَعُوا إِذَا َقَوْمُهُمْ وَلِیُنْذِرُوا ِ الدِّینِ فِی لِّیَتَفَقَّهُوْا ُ طَائِفَةٌ َمِنْهُمْ ِفِرْقَةٍ َكُلٌّ َمِنْ َنَفَرٍ یَحْذَرُونَ َلْعَلَّهُمْ ِ الْیَهِم

‘আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাফরমানী হ’তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়’ (তওবা ৯/১২২)।

(৬) ইলম সকল ইবাদতের মূল : যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। আর এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ‘আত জানার জন্যও ইল্মের প্রয়োজন। আল্লাহ দুনিয়াতে দু’টি রাস্তা দেখিয়েছেন (বালাদ ৯০/১০), একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর (ইনসান ৭৬/৩)। একটি শয়তানের অন্যটি রহমানের। এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক-বেঠিক জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন।

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ'।... আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; ছায়েম ছিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইল্ম হ'ল সবকিছুর মূল।

(৭) ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো : মহান আল্লাহ বলেন, **أَوْحَيْنَا ۖ وَكَذَلِكَ نُورًا ۖ جَعَلْنَاهُ ۖ وَلَكِنْ ۖ الْإِيمَانُ وَلَا ۖ الْكِتَابُ مَا تَذَرِي ۖ كُنْتَ مَا أَمَرْنَا ۖ مِنْ رُوحًا ۖ إِلَيْكَ** 'আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্তুতঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ' (শূরা ৪২/৫২)।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্ততা হ'ল মৃত ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ'ল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হ'ল আলো ও জীবন। মহান আল্লাহ বলেন, **ثَوْرًا لَهُ وَجَعَلْنَا فُأَخْيَيْنَاهُ مَيْتًا كَانَ أَوْ مَن**, 'আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে' (আন'আম ৬/১২২)।

(৮) আক্বীদা ও আমল ছহীহ হওয়ার ভিত্তি ইল্ম : কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ'ল ইল্ম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, **له تابع والعمل، له وقائد، العمل إمام العلم إن**، 'নিশ্চয় ইল্ম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইল্মের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইল্মের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ'লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইল্ম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে'।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে, ইসলামে ইলম অর্জনের মর্যাদা অতুলনীয়। মক্তব ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো এই ইলমের শিক্ষা প্রদান করা, এবং তাই ধর্মীয় শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মক্তব স্থাপনের কোনো বিকল্প নেই।

২.২ মক্তব ও সমাজের সম্পর্ক

মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলি ইসলামিক সমাজের মৌলিক একটি অংশ হিসেবে কাজ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমেই নয়, বরং সামাজিক কাঠামো ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনেও অবদান রাখে। মক্তব সমাজের সঙ্গে এমন কিছু মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করে যা এর গুরুত্ব ও অবদানকে ব্যাপকভাবে চিহ্নিত করে।

❖ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্র

মক্তব শিশুদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক স্থান হিসেবে কাজ করে। এখানে শিশুরা কোরআন পড়া, ইসলামের বিভিন্ন বিধান ও হাদিস শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষা তাদের মধ্যে ধর্মীয় নিষ্ঠা ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, যা তাদের পুরো জীবনে পথ দেখায়।

❖ সামাজিক সংহতি ও ঐক্য প্রসার

মক্তবগুলি সামাজিক সংহতি ও ঐক্যের প্রচারে অবদান রাখে। এগুলি বিভিন্ন পারিবারিক পটভূমি থেকে আগত শিশুদের একত্রিত করে যা সামাজিক বাঁধন গঠনে সহায়তা করে। এই প্রারম্ভিক পরিচয় ও মিলন তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখতে সহায়ক।

❖ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ

মক্তব স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুরা যেখানে তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য শিখে, তাদের পরিচয় ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতি গভীর সচেতনতা অর্জন করে।

❖ শিক্ষার প্রসার

মক্তবের কার্যক্রম শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে, কারণ এটি শিশুদের শৈশব থেকেই শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে। শিক্ষার এই ভিত্তি তাদের পরবর্তী জীবনের শিক্ষাগত ও পেশাগত উন্নতিতে সাহায্য করে।

❖ অভিভাবক ও সম্প্রদায়ের সংযোগ

মক্তবগুলি অভিভাবকদের এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি সক্রিয় সংযোগ তৈরি করে। এর মাধ্যমে শিক্ষা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্প্রদায়ের সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, যা সামাজিক ঐক্য ও সংহতি আরও দৃঢ় করে।

এই বিভিন্ন ভাবে মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক কাঠামোতে গভীরভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র শিক্ষামূলক নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের একটি প্রধান অংশ হিসেবে কাজ করে।

২.৩ শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো না কেবল জ্ঞান প্রদান করা, বরং চরিত্র গঠন ও ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা। মক্তব শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে শিশুদের মূল্যবোধ, নৈতিক শিক্ষা এবং সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তাদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

❖ ইসলামিক শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

মক্তবে প্রদত্ত ইসলামিক শিক্ষা শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা এবং সত্যনিষ্ঠার মূল্যবোধ গড়ে তোলে। কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষা তাদের দৈনন্দিন জীবনে সং ও ন্যায়পরায়ণ আচরণের গুরুত্ব বুঝতে শেখায়। এই প্রারম্ভিক শিক্ষা তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

❖ সামাজিক দায়িত্ব এবং সহযোগিতা

মন্ত্রণে শিক্ষা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় শিশুরা সহযোগিতা, সামাজিক দায়িত্ব এবং সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির মূল্যবোধ শেখে। এই শিক্ষা তাদের কাছে অন্যদের প্রতি সহানুভূতি এবং সামাজিক সম্প্রীতির পাঠ দেয়, যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং বিভাজন হ্রাসে সহায়ক।

❖ চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

মন্ত্রণে শিক্ষা শিশুদের চিন্তাশীল ও স্বাধীন মনের গঠনে সহায়তা করে। তারা শিখে কীভাবে সমস্যা সমাধান করতে হয়, নৈতিক দিক থেকে কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে সততা ও ধৈর্য বজায় রাখতে হয়।

❖ আত্মশক্তি এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা

মন্ত্রণে শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, সহিষ্ণুতা, এবং ধৈর্য শিখে থাকে, যা তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা গঠনে অবদান রাখে। এই দৃঢ় চারিত্রিক ভিত্তি তাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে ভালো সিদ্ধান্ত নিতে এবং চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়ে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে।

এইভাবে, মন্ত্রণে শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন একটি গভীর এবং পরিপূর্ণ প্রক্রিয়া যা শিশুদের জীবনের সব দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

পরিচ্ছেদ ৩: মক্তবের ফজিলত ও প্রভাব

৩.১ মক্তব শিক্ষার ধার্মিক ও নৈতিক ফজিলত

‘পরিচ্ছেদ ২’ তে আমরা মক্তব প্রতিষ্ঠার অপারিসীম গুরুত্ব আলোচনা করেছি। একই ভাবে, মক্তবের ফজিলত নিয়ে গভীর আলোচনারও প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যখন ইলমের ফজিলত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করবো, তখনই মক্তবের ফজিলত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করতে পারবো।

ইলমে দ্বীনের ফজিলত

পবিত্র কুরআনের আদ্যোপান্তে ইলম অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম কুরআনী ওহির ভাষ্য হলো:

إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقْرَا وَرَبُّكَ َ
الْأَكْرَمَ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

“পাঠ কর, তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর, তোমার রব সবচেয়ে উদার, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দেন যা সে আগে জানত না।” - সূরা আলাক (৯৬:১-৫)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

“যারা জ্ঞানী এবং যারা জ্ঞানহীন তারা কি সমান?” - সূরা যুমার (৩৯:৯)

আরো বলা হয়েছে:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“যারা ঈমান আনে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন।” - সূরা মুজাদালাহ (৫৮:১১)

প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ যাকে কল্যাণ দান করতে চান, তাকে দ্বীনের সঠিক সমঝ দান করেন।” - সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

এছাড়াও তিনি বলেছেন: “দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে হিংসা হতে পারে না: একজন যাকে আল্লাহ অর্থ দিয়েছেন এবং সে তা ন্যায্যের পথে ব্যয় করে, অন্যজন যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে তা দিয়ে বিচার করে এবং অন্যদের শেখায়।” - সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্মাল রা. বলেন, “আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে।” - আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

ইলম অন্বেষণের পথকে আল্লাহর পথ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য পথে বের হয়, সে আল্লাহর পথে বের হয়েছে। - জামে তিরিমিজি, হাদীস ২৬৪৭

প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা নফল নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, চাই তা আমলে আসুক বা না আসুক। - সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

এই বর্ণনাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইলম অন্বেষণের ফজিলত অপরিমেয়, এবং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই পথে অগ্রসর হওয়া। আর একটি মুসলিম সমাজে মক্তবই যেহেতু ইলম অর্জনের প্রাথমিক পাঠশালা। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মক্তব প্রতিষ্ঠা কতটা ফজিলতপূর্ণ।

৩.২ ব্যক্তি ও সমাজে মক্তবের প্রভাব

মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব কেবল ব্যক্তির উপরেই পড়ে না, এর সামাজিক প্রভাবও অপরিসীম। এই প্রভাবগুলি ব্যক্তিগত উন্নয়ন থেকে শুরু করে সামাজিক পরিবর্তন পর্যন্ত বিস্তৃত। মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে যেভাবে একটি সুস্থ ও সুশিক্ষিত সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে, তা আলোচনা করা হলো:

❖ চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিগত উন্নয়ন

মক্তবে প্রদত্ত শিক্ষা ব্যক্তির আত্ম-পরিচয় এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি, শিক্ষার্থীরা সহমর্মিতা, সততা এবং দায়িত্বশীলতা মতো নৈতিক গুণাবলী শিখে। এই গুণাবলী তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনে সফলতা অর্জনে সহায়ক হয়।

❖ সামাজিক সংহতি ও ঐক্য

মক্তব বিভিন্ন পারিবারিক পটভূমি থেকে আগত শিশুদের একত্রিত করে, যা তাদের মধ্যে সামাজিক বোঝাপড়া এবং সংহতি তৈরি করে। এই প্রথমিক পর্যায়ে সামাজিকীকরণ শিশুদের জীবনে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রাখে, যা তাদের সামাজিক সহিষ্ণুতা ও মিলনসাধনে সহায়তা করে।

❖ ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রচার

মক্তবের মাধ্যমে ইসলামিক ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধগুলি নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয়। এটি সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা ও ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তি স্থাপন করে, যা সমাজে একটি স্থায়ী শান্তি ও ঐক্যের পরিবেশ তৈরি করে।

❖ ধর্মীয় অনুশাসন ও প্রচার

মক্তব ইসলামিক শিক্ষা ও অনুশাসনের একটি প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে, যা শিক্ষার্থীদের জীবনে ধর্মীয় অনুশীলন ও ইবাদতের মান বৃদ্ধি করে। এর ফলে তারা নিজেরা ধর্মীয় জ্ঞান অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, যা সমগ্র সমাজের ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও অনুশাসন বৃদ্ধি করে।

এইভাবে, মক্তব শিক্ষার প্রভাব ব্যক্তি ও সমাজের উপর বিস্তৃত ও গভীর হয়ে থাকে, যা না কেবল শিক্ষার্থীদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে, বরং একটি শান্ত, সুশিক্ষিত এবং নৈতিকভাবে সচেতন সমাজ গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করে।

৩.৩ অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক

অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মৌলিক ও প্রভাবশালী উপাদান। এই সম্পর্ক শুধুমাত্র শিক্ষার পর্যায়েই নয়, বরং একটি ব্যক্তির জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে মক্তবের পরিবেশে, যেখানে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব প্রাধান্য পায়, সেখানে অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক আরও বেশি গভীর ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

❖ মেন্টরশিপ ও নির্দেশনা

অধ্যাপকরা মত্তবে কেবল জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করেন না, তারা মেন্টর হিসেবেও কাজ করেন। তারা শিক্ষার্থীদের জীবনের নানা দিক থেকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে, যা তাদের ধর্মীয় জীবন, শিক্ষা এবং সামাজিক জীবনে সঠিক পথ দেখায়।

❖ পারস্পরিক সম্মান ও বিশ্বাস

অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি গভীর সম্মান এবং বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্মান এবং বিশ্বাস শিক্ষার পরিবেশকে আরও সুরক্ষিত ও উর্বর করে তোলে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধ অনুভব করেন।

❖ আদর্শ প্রতিষ্ঠা

অধ্যাপকরা মত্তবে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের আচার-আচরণ, নৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জীবনে একটি মডেল হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের দেখাদেখি নিজেদের মধ্যে এই আদর্শগুলো অনুসরণ করে থাকে।

❖ অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ

একজন ভালো অধ্যাপক তার শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অর্জনে উৎসাহিত করে। তারা শিক্ষার্থীদের শক্তি ও দুর্বলতাগুলি চিনতে সহায়তা করে এবং তাদের যথাযথ পথনির্দেশনা প্রদান করে।

মত্তবের পরিবেশে অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার এই সম্পর্ক শিক্ষার প্রক্রিয়াকে শুধু আরও গভীর এবং প্রভাবশালী করে তোলে না, বরং এটি শিক্ষার্থীদের জীবনে একটি চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে, যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

পরিচ্ছেদ ৪: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

৪.১ আধুনিক সময়ে মক্তবের চ্যালেঞ্জ

আধুনিক সময়ে মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেগুলি তাদের শিক্ষা দানের পদ্ধতি ও কার্যক্রমে প্রভাব ফেলেছে। এই চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে প্রধান কিছু নিম্নরূপ:

- **প্রযুক্তিগত অভিযোজন:** ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে, মক্তবগুলির জন্য শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতিতে প্রযুক্তি একীকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পাঠদানের পদ্ধতি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত করা ও শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি সচেতন করা আবশ্যিক।
- **সম্পদের অভাব:** অনেক মক্তবে যথেষ্ট সম্পদের অভাব রয়েছে, যেমন আধুনিক শিক্ষামূলক সরঞ্জাম, যোগ্য শিক্ষক এবং ভৌত পরিকাঠামো। এই অভাবগুলি মক্তবের শিক্ষার মান উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
- **শিক্ষার্থীদের বিভিন্নতা:** আধুনিক সময়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাকগ্রাউন্ড ও প্রাথমিক জ্ঞানের বৈচিত্র্য বেড়েছে। মক্তবের জন্য এই বিভিন্ন প্রস্তুতির স্তরকে মানিয়ে নিয়ে একটি সমন্বিত ও কার্যকর শিক্ষা প্রদান করা একটি চ্যালেঞ্জ।
- **ধর্মীয় অনুশাসন বজায় রাখা:** ধর্মীয় অনুশাসন ও শিক্ষা মেনে চলার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রভাব ও ধারণাগুলি মক্তবের পারম্পরিক শিক্ষাপদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। পরিবর্তনশীল সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শের সাথে ব্যালেন্স বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

★ সম্ভাবনাসমূহ:

- **শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ:** প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিকীকরণ করে মক্তবগুলি আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয় শিক্ষা প্রদান করতে পারে। অনলাইন রিসোর্স এবং শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার শিক্ষাকে আরও সুলভ ও ইন্টারেক্টিভ করতে পারে।

- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** বিশ্বব্যাপী মক্তব নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ প্র্যাক্টিস শেয়ার করে মক্তবগুলি তাদের শিক্ষার মান উন্নত করতে পারে।
- **সম্পদ সৃজন:** স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দানশীল সংস্থাগুলির সাথে কাজ করে মক্তবগুলি তাদের শিক্ষামূলক ও পরিকাঠামোগত সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে।
- **শিক্ষা প্রসার:** শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে মক্তবগুলি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে তাদের প্রভাব বাড়াতে পারে, যা শিক্ষা এবং ধর্মীয় অনুশাসন প্রসারে সহায়ক হবে।

এই চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলি মক্তবগুলির জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং তাদেরকে আরও কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

8.২ প্রযুক্তির সাথে সংযোগ

আধুনিক যুগে প্রযুক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করা এখন প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য। মক্তবের ক্ষেত্রে, প্রযুক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন এবং তা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা নিম্নলিখিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

- **পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ:** প্রযুক্তির সাহায্যে মক্তবের পাঠ্যক্রমকে আধুনিকীকরণ করা যেতে পারে, যাতে এটি বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ধারার সাথে সমন্বিত হয়। ইলেকট্রনিক বোর্ড, প্রজেক্টর, এবং কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদানের পদ্ধতি আরও ইন্টারেক্টিভ এবং ফলপ্রসূ হতে পারে।
- **শিক্ষার প্রসার:** অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করে মক্তবের শিক্ষা সীমানা ছাড়িয়ে যে কোনো স্থান থেকে প্রাপ্তি সম্ভব হয়। এতে করে বিশ্বের যেকোনো কোণায় অবস্থিত শিক্ষার্থীরা মক্তবের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, যা শিক্ষার প্রসার এবং গতিশীলতা বাড়ায়।

- **ইন্টারেক্টিভ শিক্ষার উপকরণ:** ডিজিটাল শিক্ষামূলক গেম, অ্যাপ্লিকেশন, এবং অনলাইন টেস্ট প্ল্যাটফর্মগুলি শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করে তোলে। এই ধরনের উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শেখার উৎসাহ বাড়ায় এবং তাদের জ্ঞানের গভীরতা এবং প্রস্থ দুইই বৃদ্ধি করে।
- **প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন:** প্রযুক্তির মাধ্যমে অধ্যাপকদের প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন সহজ হয়। অনলাইন কোর্স, ওয়েবিনার এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে ইন্টারেক্টিভ সেশন অধ্যাপকদের শিক্ষাদানের কৌশল উন্নত করার সুযোগ দেয়।
- **যোগাযোগ ও সহযোগিতা:** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এবং অভিভাবকদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনে সহায়ক। এটি শিক্ষার গুণমান মনিটরিং এবং ফিডব্যাক প্রদানে কার্যকরী হয়, যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পারফরমেন্স উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রযুক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন মক্তবগুলিকে আরও গতিশীল, ইন্টারেক্টিভ, এবং সমসাময়িক শিক্ষাপ্রদানে সক্ষম করে, যা শিক্ষার্থীদের জীবনে সার্থক প্রভাব ফেলতে পারে এবং শিক্ষার সার্বজনীন অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে।

৪.৩ মক্তবের উন্নয়ন ও প্রসারের কৌশল

মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য কার্যকরী কৌশল গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই কৌশলগুলি মক্তবের শিক্ষার মান, পরিসর, এবং প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। নিম্নে কিছু প্রস্তাবিত কৌশল তুলে ধরা হলো:

- **প্রযুক্তি একীকরণ:** আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে মক্তবগুলিকে প্রযুক্তি একীকরণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল রিসোর্সেস এবং ইন্টারেক্টিভ শিক্ষামূলক টুলস ব্যবহার করে শিক্ষার মান উন্নত করা।

- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন:** শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো।
- **সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ:** স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে মন্ত্রকের গুরুত্ব এবং কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। অভিভাবক এবং স্থানীয় নেতাদের সাথে মিটিং, সেমিনার এবং ইভেন্ট আয়োজন করা।
- **অর্থায়ন এবং রিসোর্স সংগ্রহ:** সরকারি এবং বেসরকারি দানশীল সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করে অর্থায়ন ও রিসোর্স সংগ্রহ করা। গ্রান্ট এবং স্পনসরশিপের মাধ্যমে শিক্ষাগত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।
- **কমিউনিটি বেসড লার্নিং প্রোগ্রাম:** শিক্ষাকে শুধুমাত্র মন্ত্রকের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম চালু করা। এটি শিক্ষার্থীদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে জড়িত করে তোলে এবং তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে।
- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** বিশ্বব্যাপী অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে শিক্ষার মান এবং পদ্ধতিগুলি আদানপ্রদান করা। আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিনিময় প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের বিশ্বদৃষ্টি বাড়ায় এবং শিক্ষাগত উদ্ভাবন উৎসাহিত করে।

এই কৌশলগুলি মন্ত্রকগুলির জন্য না কেবল উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে, বরং তাদের প্রভাব ও পরিসরকে বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা সৃজন করে।

পরিচ্ছেদ ৫: উপসংহার

৫.১ গবেষণার মূল উপসংহার

গবেষণার মাধ্যমে মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব, প্রভাব এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছে। এই গবেষণাটি নিম্নলিখিত প্রধান উপসংহারগুলোকে তুলে ধরেছে:

- ❖ **মক্তবের ধার্মিক ও নৈতিক প্রভাব:** মক্তব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে অপারিসীম অবদান রাখে। এই শিক্ষা তাদেরকে সমাজে সুস্থ ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।
- ❖ **সামাজিক সংহতি ও ঐক্য:** মক্তবগুলি বিভিন্ন পারিবারিক পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে সামাজিক বোঝাপড়া ও সংহতি সৃষ্টি করে, যা সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে।
- ❖ **চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা:** মক্তবগুলি প্রযুক্তি একীকরণ, শিক্ষক উন্নয়ন, এবং শিক্ষার প্রসারের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে আসছে। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার মাধ্যমে মক্তবগুলির উন্নয়ন ও প্রসারের নতুন সম্ভাবনা সৃজন করা সম্ভব হতে পারে।
- ❖ **ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রচার:** মক্তবের পাঠ্যক্রম ও কার্যক্রম ইসলামিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধগুলির প্রচার ও সংরক্ষণে সহায়ক। এটি শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় মানদণ্ড ও আচরণের উপর দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে।
- ❖ **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে মক্তবগুলি বিশ্বব্যাপী তাদের শিক্ষাগত নেটওয়ার্ক ও প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারে, যা তাদের শিক্ষার মান ও প্রসারে অবদান রাখে।

এই উপসংহারগুলি মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকর পথ চলার জন্য নির্দেশনা সরবরাহ করে।

৫.২ মক্তব প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ প্রস্তাবনা

মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ভবিষ্যৎ প্রস্তাবনাগুলি তাদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পথকে আরও পরিপূর্ণ ও কার্যকর করতে পারে। এই প্রস্তাবনাগুলি নিম্নরূপ:

- ❖ **প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তি:** আধুনিক প্রযুক্তির সাথে মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলির সংযোগ স্থাপন এবং একীকরণ বৃদ্ধি করা। অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল পাঠ্যক্রম এবং ই-লার্নিং সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে শিক্ষা দানের পদ্ধতি আরও আধুনিকীকরণ করা।
- ❖ **শিক্ষক উন্নয়ন কর্মসূচি:** শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাদান ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।
- ❖ **সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি:** স্থানীয় সম্প্রদায় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সাথে মক্তবের সংযোগ স্থাপন। সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে মক্তবের কার্যক্রমের প্রচার এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- ❖ **শিক্ষার প্রসার:** বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে মক্তব শিক্ষার প্রোগ্রাম চালু করা, যাতে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা সুবিধা লাভ করতে পারে।
- ❖ **স্থায়ী উন্নয়ন কর্মসূচি:** শিক্ষার গুণগত মান এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মক্তবে স্থায়ী উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা। এতে করে মক্তবের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরও দীর্ঘমেয়াদি এবং টেকসই হবে।

এই প্রস্তাবনাগুলি মক্তবগুলির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ নির্ধারণ করবে এবং তাদেরকে আরও কার্যকর, আধুনিক, এবং গতিশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে। এই উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে মক্তবগুলি বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ধারা অনুসরণ করতে সক্ষম হবে এবং তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সেরা সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে।

৫.৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ

প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে, যা গবেষণার পরিধি এবং গভীরতা নির্ধারণ করে। মক্তব প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে চালানো গবেষণাতেও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, যা ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে।

সীমাবদ্ধতা:

- ❖ **ডেটা অ্যাক্সেসের সীমাবদ্ধতা:** মক্তব সংক্রান্ত তথ্য ও ডেটার অভাব গবেষণার গভীরতা ও ব্যাপ্তি সীমিত করেছে। বিশেষত, গ্রামীণ অঞ্চলের মক্তব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে বাধা ছিল।
- ❖ **সামাজিক ও আর্থিক প্রভাবের পরিমাপ:** মক্তবের শিক্ষা প্রণালীর সামাজিক ও আর্থিক প্রভাবগুলি যথাযথভাবে পরিমাপ করা সহজ নয়। গবেষণাতে এ ধরনের প্রভাবগুলির উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করা যায়নি।
- ❖ **মানসিক ও নৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ:** শিক্ষার্থীদের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ করা কঠিন। মক্তবের প্রভাব মূলত দীর্ঘমেয়াদী হওয়ায়, সংক্ষিপ্ত সময়ের গবেষণায় এই প্রভাব ধরা পড়ে না।

৫.৪ ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ:

- ❖ **আঞ্চলিক পর্যালোচনা:** বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে মক্তবের প্রভাব বিশ্লেষণ করে আরও গভীর গবেষণা চালানো। এটি সম্প্রদায় ভেদে মক্তবের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বুঝতে সাহায্য করবে।
- ❖ **দীর্ঘমেয়াদী অধ্যয়ন:** মক্তব শিক্ষার্থীদের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব অনুসরণ করে আরও বিস্তারিত গবেষণা চালানো। এটি শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলগুলির উপর আরও স্পষ্ট ধারণা দেবে।
- ❖ **প্রযুক্তির প্রভাব পর্যালোচনা:** প্রযুক্তি একীকরণের ফলে মক্তব শিক্ষার পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করা। এই গবেষণা থেকে প্রযুক্তির সফল একীকরণের কৌশলগুলি উদ্ঘাটন করা যাবে।
- ❖ **শিক্ষার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব:** মক্তব শিক্ষার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবগুলি আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে আরও বিস্তারিত গবেষণা করা।

এই সীমাবদ্ধতাগুলি এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগগুলি মক্তব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে নতুন দিকনির্দেশনা এবং অগ্রগতির পথ প্রদর্শন করে।

রেফারেন্স

1. ইলম তলবের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব (মাওলানা আহমাদুল্লাহ বিন রুহুল আমীন)
2. দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত (মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ)
3. Google
4. মাসিক আলকাউসার
5. মাসিক আত-তাহরীক